কয়েকটি প্রচলিত ভুল ধারণা প্রসঙ্গে

গতমাসে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর জেনেই খুব সাবধানে লিখতে হয়েছিল। লেখাটির মূল বক্তব্য জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে ছিল। সেই নিয়ে যা লেখার আগেই লিখেছি - নতুন করে আর কিছু বলছি না। তবে বাংলাদেশের বন্ধুরা জাতীয় সঙ্গীতের বাইরে অনেক প্রসঙ্গই তখন তুলে ফেললেন - দেখলাম যার অনেকগুলিই তাঁদের কিছু ভুল ধারণা প্রসূত। সেই নিয়ে আবার লিখতে হচ্ছে।

১

তানবীরা তালুকদার আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে খবর না রাখার জন্য। আমি ব্যক্তিগত কারণে, ছবি বড় একটা দেখে উঠতে পারি না। তবু কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে টেলিছবি উৎসব - কলকাতায় বারো মাসে তেরো চলচ্চিত্র উৎসবেই বাংলাদেশের ছবিকে সমমর্যাদায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তাই আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই, তারেক, তানভীর কিংবা মোর্শেদদের নাম আমাদের চলচ্চিত্রমোদী জগতে অপরিচিত নয়। বিভিন্ন মননশীল চলচ্চিত্র পত্রিকায় তাঁদের ছবির রিভিউ আমিও পড়েছি।

২

তাঁর ধারণা 'উন্নাসিক' ভারতীয়েরা আমেরিকানদের মত নিজের দেশের বাইরের কারোর খবর রাখেন না। কথাটা সর্বৈব সত্য নয়। ১৯৯৯ সালে দেশ পত্রিকায় শতাব্দীসেরা বাংলা বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেছিল অবিভক্ত বাংলা, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের নিরিখেই। অথচ আপনাদের জাতীয় বিশ্বকোষে (বাংলাপেডিয়া) বাংলা সাহিত্য এনট্রিতে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকরা বেমালুম গায়েব হয়ে গেলেন। আমরা পাঠ্যসূচিতে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' থেকে শামসুর রহমানের অনেক কবিতা পড়েছি। তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি আমরা - পশ্চিমবঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে আসা হ'ত। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস'এর কিছু কিছু লেখা পড়েছি - এঁরা ধ্রুপদী সাহিত্যকার। তসলিমা নাসরিনের বইগুলি পশ্চিমবঙ্গে নীড় পেয়েছে - এপারের বাঙালিদের নিয়েও তিনি লিখেছেন - *ফরাসি প্রেমিক* সম্প্রতি পড়েছি - মনোমুগ্ধকর উপন্যাস। এছাড়া তাঁর *লজ্জা, নির্বাচিত কলাম* ও *কবিতাসমগ্র* - সবগুলিই সুন্দর।
বিপ্লববাবু প্রবাসী - তাই তাঁর দেশের সাহিত্যের সাথেই তাঁর সম্যক পরিচয় হয়ে ওঠে না। তাই তাঁরও কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়ে গেছে।

আপনারা হয়তো জানেন না - ভারতে ক্ষুদ্র পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিনের স্বর্গরাজ্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ - এমনকি অনেক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকেও প্রকাশিত হয় এই সব ছোট্ট ছোট্ট হিরের কণাগুলো। এদের সিংহভাগই বাংলাদেশের লেখকদের জন্য পৃথক পৃষ্ঠার আয়োজন করে থাকে। দ্রব্যমূল্যের আধিক্য ও দুষ্প্রাপ্যতা যখন সেখানকার জনপ্রিয় লেখকদের গ্রন্থসংগ্রহে বাধা স্বরূপ সেখানে এইসব পত্রিকায় বাংলাদেশের নবীন প্রতিভাবানদের লেখার সুযোগ সেদেশের প্রতি আমাদের সৌহার্দের নিদর্শন বহন করছে।

আরেকজনের নাম এই প্রবন্ধে না করাটা অন্যায়। তিনি হুমায়ুন আজাদ। বাংলাদেশের এই একজন লেখকের জন্যই আমি বাংলাদেশকে ঈর্ষা করি - দুঃখের বিষয়ে তিনি স্বদেশে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা পেলেন না। আজকাল বাংলাদেশের ধ্রুপদী বইগুলি এপারে মুদ্রিত হচ্ছে। আশা করি অবিলম্বেই আমরা তাঁর সান্নিধ্য বেশি করে অনুভব করব।

হুমায়ুন আহমেদের উপর জাপানিরা তথ্যচিত্র তৈরি করছে শুনে সত্যই আনন্দিত হলাম। মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে যেখানে ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চর্চা হচ্ছে সেখানে জাপানিরা বোধ করি বাংলা সাহিত্য চর্চায় কিছুটা পশ্চাদপদ। আশা করি, সেদেশেও বাংলা ভাষার সম্যক চর্চা হবে।

আসল কথাটা হ'ল, সৎ সাহিত্যেরই চাহিদা আছে পশ্চিমবঙ্গের মননশীল সমাজে। রাম-শ্যাম-যদু-মধু অনেকেই আজকাল সাহিত্যিক হয়ে যাচ্ছে - আবার অনেক নামী সাহিত্যিক সাহিত্যজীবিতে পরিণত হচ্ছেন। এঘটনা দুদেশেই ঘটছে। আমি একটু 'উন্নাসিক'। জিনিসটা ভালো না হ'লে আমি সুনীল-শঙ্করকেও ছেড়ে কথা কই না। হুমায়ুন আহমেদদের যে করব না, তা বলাই বাহুল্য।

৩

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে আপনি কি অর্থে গরীব ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বললেন তা আমার ঠিক বোধগম্য হ'ল না। হিন্দি আগ্রাসনের একটা ব্যাপার আমাদের সমাজে আছে - কিন্তু সেটিকে আমি যে কোনো মৌলিক সমাজব্যবস্থায় হিন্দি বা পশ্চিমা আগ্রাসনের তুলনায় বেশি কিছু মনে করি না।

আপনি কি জানেন, আমাদের সরকারি চলচ্চিত্র উৎসবগুলি জনপ্রিয় ধারার হিন্দি ছবি না দেখিয়ে যা বাণিজ্য করে তা কোনো ব্যবসায়িক সিনেমা হল পারে না। এই জন্য এই সব হল মালিকরা আজকাল সরকারকে উৎসবের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
আপনি হয়ত জানেন না, আমাদের দেশে হিন্দি-সিনেমার বাজার এতটাই মন্দার পথে যে সিনেমাগুলিকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ডাব করার বন্দ্যোবস্ত করা হচ্ছে।
হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী ও গায়ক-গায়িকারা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গান গাইছেন - এবং সেই গান তাঁদের হিন্দি গানের তুলনায় জনপ্রিয়তা বেশি পাচ্ছে।
উল্টে হিন্দি সিনেমায় বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত ভারতীয় গল্পের চাহিদা হু হু করে বাড়ছে।
আমাদের নিজস্ব বাংলা আকাদেমি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আমাদেরও সজাগ।
আর আপনি হয়তো জানেন না, যদিও আমি লিখেছি আগেই, ভাষা আন্দোলনের গৌরব কিন্তু বাংলাদেশের একার নয় - ভারতের বরাকে এগারোজন বাংলাভাষী গণ-আন্দোলনে প্রাণ দেন - বাংলা ভাষার জন্য। আমরা সমান মর্যাদায় একুশে পালন করি। আপনারা উনিশে পালন করেন কি? সেটাতো বাংলাভাষার বিষয়, ভারতের জাতীয়তাবাদী এজেন্ডা নয়!
কয়েক হাজার লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় এই বাংলায়। অপর্ণা সেন থেকে গৌতম ঘোষ প্রত্যেকেই আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। সাহিত্যিকরা দেশে বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গবেষণাগারের আগ্রহে পরিণত হচ্ছেন। জাপানের হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে তথ্যচিত্রের আনন্দে হয়তো আপনিভুলে যাচ্ছেন - অমর্ত্য সেন, যাঁর চর্চার সিংহভাগ জুড়ে আছে দুই বাংলা, তিনি ভুষিত হয়েছেন নোবেল সম্মানে। সেই অমূল্য প্রাপ্তির অর্থ তিনি একচেটিয়া ভাবে ভারতের কাজে লাগাচ্ছেন না, লাগাচ্ছেন বাংলাদেশের কাজেও।

নমস্য প্রতিভা দুই বাংলাতেই আছেন, তানবীরাদি, তারা বিশ্ব-নন্দিত। ভাববেন না, তাঁদের নমস্য করার দায়িত্ব বাংলাদেশ বা ভারত সরকারের। তাঁদের নন্দিত হবার জন্য স্বাধীন ভূখন্ডে জন্মানোরও দরকার পড়ে না (রবীন্দ্রনাথ কি স্বাধীন দেশের নাগরিক ছিলেন?)। গুহায় আত্মগোপন করলেও নিজ প্রতিভার ছটায় তাঁরা উদ্ভাসিত ঠিকই হয়ে ওঠেন।

৪

প্রমিত বাংলা নিয়ে অনেক কথাই বলা হ'ল। জনৈক মুক্ত-মনা আমায় 'নির্মম রসিকতা' করার দায়ে অভিযুক্ত করে ফেললেন। অথচ আমার মূল বক্তব্যটিই কেউ ধরতে পারলেন না। যা হোক, সেটি আমার ভাষা প্রকাশেরই ত্রুটি।

আমাদের দেশে মেদিনীপুরের ও বাঁকুড়ার আঞ্চলিক কবি সাহিত্যিকরা স্ব স্ব অঞ্চলের ডায়ালেক্টকে সাহিত্যপ্রকাশের ভাষা করেছেন। উত্তরবঙ্গেও যতদূর শুনেছি অনুরূপ কাজ করার উদযোগ চলছে। আপনাকে বলছিলাম না, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সব অঞ্চলে সাহিত্যকে তুলে ধরার বাহনই হচ্ছে এইসব আঞ্চলিক ভাষা।
কবিসভা গ্রুপটি যে উদ্যোগ নিয়েছে, নিঃসন্দেহে আমজনতার কাছে সাহিত্যকে পৌছে দেবার পক্ষে তা প্রশংসনীয়। পূর্ববঙ্গীয় ডায়ালেক্ট (আমি বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের ভাষার কতা বলছি) বাঁকুড়ার ডায়ালেক্টের মতো দুর্বোধ্য নয় - তাই সেই ভাষাকে অনায়াসেই সাহিত্যভাষার সম্মান দেওয়া যায় - এই কথাই বলেছিলাম। আপনারা অনেকসময়ই দেখি পূর্ববঙ্গীয় ও কলকাতার ভাষাকে মিশিয়ে ফেলেন - প্রথিতযশারা হয়তো করেন না, সাধারণ পাঠক ও লেখক যাঁরা নানা ই-ফোরামে লিখে থাকেন, তাঁদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি দেখেছি। এর কারণ অবশ্য আমার বোধগম্য নয়। কারণ এপারে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকেরা দেখি সেখানকার ভাষা ও এখানকার ভাষা দুই ভাষাই বিশুদ্ধ ভাবে বলছেন।
ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয়েছিল, আপনারা পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন না কেন? এই প্রশ্ন আরো তীব্র হয় *জামাঈ জিহাদে ইছলাম পার্টির রাজনীতি* বইটির কথা জানতে পারার পর। হুমায়ুন আজাদ বইটি পদ্মাপারের ভাষায় লিখেছিলেন।
'বাঙাল' (এই নামটি ব্যঙ্গাত্মক। তাই আমি ব্যবহার করি না) ভাষাকে আমি অসম্মান করি না। তবে দুটি ডায়ালেক্টকে মিশিয়ে কৃত্রিম ভাষার জন্ম দেওয়াটা পরিহাসের উপযোগী বটে।

৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাকি শুনলাম ঢাকায় গিয়ে বলে এসেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তিনি ভালোবাসা, সম্মান ও বাণিয্য পান না। ভদ্রলোকের গাল বাড়িয়ে চড় খাবার অভ্যেসটার কথা *দেশ*-এ রবীন্দ্রনাথকে বড় করতে গিয়ে জীবনানন্দকে ছোট করার প্রবণতা দেখেই বুঝেছিলাম।

বলি, অ সুনীলবাবু, আপনার বই শারদীয়া সংখ্যায় আগে বেরিয়ে সেগুলোর কাটতি বাড়ায় না ঈদ সংখ্যায়? বছরে একবার ঢাকা যান সেদেশের মানুষকে অটোগ্রাফ দিতে। আর সারা বছর যে, এপারের পত্রপত্রিকা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যে আপনাকে এপারের লক্ষ লক্ষ অনুষ্ঠানে মালা পরানোর ছবি দেখায় সেটা কি আপনি বেমালুম হজম করে গেলেন। আপনার বই বাংলাদেশের পাবলিশার প্রকাশ করে না, আমাদের পাবলিশার করে? আর আপনার লেখা পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদ করে বিপণনের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ করে, না ঢাকার মানুষ করে? আপনি তো অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের নিজগৃহে মানুষ বলেই মনে করেন না! সন্ধ্যার পর মদ্যপ অবস্থায় কম লোককে কটুক্তি করেননি! তৎসত্ত্বেও আমরা আপনাকে এতটা ভালোবাসি। আর আপনি কিনা বাংলাদেশে গিয়ে আমাদের নামেই লাগিয়ে এলেন!

হায় রে! হুমায়ুন আজাদ কি খুব বলেছেন, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, আর বাঙালির উপর বিশ্বাস রাখা বিপজ্জনক!

৬

তানবীরাদি আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমি কেন আপনাদের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে পারব না? এটা মুক্ত-মনার পরিচয় নয়।
যতদূর মনে পরে, অভিজিতবাবু বলেছেন ধর্মকে অশ্রদ্ধা করাই মুক্ত-মনার পরিচয়। মুক্ত-মনায় তিনি আমার গুরুস্বরূপ। তাঁর কথাতেই হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি ধর্মব্যবস্থাকে ঘৃণা করতে শিখেছি।

কথাটা আপনি বাংলাদেশের জাতীয় ধর্মের প্রতি আমার প্রকাশিত অশ্রদ্ধার প্রসঙ্গে বলেছেন মনে হয়। আপনি নিজেই ইসলামের বিরুদ্ধে কম সোচ্চার নন। তবু আপনার মুখে এমন প্রশ্ন আমায় অবাক করল।

সবিনয়ে জানাই, আমি মুক্ত-মনা। আমার কোনো ধর্ম নেই। তাই মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এমন সব ধর্মব্যবস্থাকেই আমি অসম্মান করি। ভারত যাতে কোনোদিন হিন্দু ধর্মকে জাতীয় ধর্ম না করে তার জন্য আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও লড়ব। আর আপনি মুখে ইসলামদ্রোহীতা আর মনে জাতীয় ধর্মের প্রতি অগাধ ভালোবাসা পোষণ করবেন না।

৭

পুনরায় তানবীরাদিকে বলি, একথা ভাবেন কেন আমরা ভারতের এক কোণে পড়ে আছি। আর আপনারাই পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন বাঙালি হিসাবে। দাপিয়ে বেড়ানোর লোক আমাদের নেই আপনি প্রমাণ করতে পারেন। (তা বলে, ভাববেন না যেন, আপনার দেশের নমস্যদের আমি অসম্মান করছি।)
বাঙালি যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তবে কার বাপের সাধ্য আমাদের একঘরে করে? মুম্বইতে যাঁরা নিজেদের পদবি গোপন করেন বলে আপনার দাবি, আপনি কি জানেন তাঁদের সবাইকেই দাদা বলে ডাকা হয়? বাঙালিত্ব গোপন করলে তাঁদের কাজ পাওয়া একটু দুষ্কর।
এটাও বোধহয় জানেন না, দিল্লিতে প্রচলিত মিথ হচ্ছে বাঙালি জন্মেই পড়াশুনা শুরু করে দেয় - সেই মিথ থেকে ভারতবর্ষে যে কোনো চাকরিতে বাঙালির কথা সর্বাগ্রে ভাবা হয়। দিল্লি মুম্বই ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই ও হায়দরাবাদে নানা প্রতিষ্ঠানে কলকাতা থেকে চাকরির জন্য আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং খড়গপুর আইআইটি - শুধু ভারতের সবচেয়ে সম্মানজনক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কয়েকটা। বুদ্ধবাবুর জমানায় আমরা আরো অনেক উপরে উঠব আশা করি।

ইন্দো-অ্যাংলিয়ান সাহিত্যিকদের (যে সব ভারতীয়রা ইংরেজিতে লেখেন) একটা বিশাল অংশ বাঙালি - অমিত চৌধুরী, ঝুম্পা লাহিড়ি, উপমন্যু চট্টোপাধ্যায় এরা কিন্তু বিখ্যাত হবার জন্য বাঙালিত্ব গোপন করেন নি। বরং বাংলার কথা ইংরেজিতে লিখে বাংলাকে বিশ্বের দ্বারে সম্মানিত করছেন।

বাবুল সুপ্রিয়, কুমার শানু, অভিজিৎরা হিন্দিতে গাইলেও মিউজিক ভিডিও করছেন বিদ্যাসাগর সেতু, হাওড়া ব্রীজের তলায়, গঙ্গার ঘাটে কলকাতার রাস্তায় - যাতে বাংলাকে ফোকাস করা হয়। ইউফোরিয়া নামের ব্যান্ডটি হিন্দির মধ্যে বাংলা লোকগানের কলি ব্যবহার করে।
আপনি কি জানেন, দেবদাস, পরিণীতা, সাহেব বিবি গোলাম প্রভৃতি ছবি বাঙালি প্রেক্ষাপটে তৈরি বলেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে? কাজলের বিরুদ্ধে বাঙালিত্ব গোপনের অভিযোগ করলেন, জানেন কি মুম্বইতে একটি বিশাল জলসায় আশা ভোঁসলে তাঁকে হিন্দি উচ্চারণে কাজাল সম্বোধন করলে তিনি তৎক্ষণাৎ মঞ্চে উঠে প্রতিবাদ করেন ও আশাজি ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বাঙালি উচ্চারণে কাজোল সম্বোধন করেন।
আপনারা বাংলাদেশে বাস করেন, তাই জানেন না আমরা বাংলা ভাষাকে কতটা সম্মান করি ও অন্যান্য ভারতীয়রা আমাদের কতটা সম্মান করেন।

আপনারা পাকিস্তানি শাসনের কুফল দেখেছেন, তাই ভারতের ঐক্যবোধের ধারণাটি আপনাদের কাছে অধরাই রয়ে গেছে। সে আপনারা রবীন্দ্রনাথকে 'আত্মার আত্মীয়' বলেন আর যাই বলেন। তার জন্য আপনাদের দোষ দিই না। আপনার কথা ধার করেই বলি, এক দেশের বুলি, অন্যদেশের গালি। কিন্তু না জেনে শুনে আপনারাও কিন্তু আমাদের কম অপবাদ দিতে ছাড়েন না। সে অভিযোগটা করলাম।

৮

বন্যাদি চিঠিটি বেশ রেগেমেগেই লিখেছেন মনে হ'ল। তাঁকে আমার জবাব দিই এবার। না মনে করবেন না, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছি। আমি সাদামাটা বৈষ্ণব গোছের মানুষ, আমাদের (অর্থাৎ আপনার ও আমার) দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। সেই ভেবেই স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করেছি। আবারও বলছি, (বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার) আমি ফতোয়া বা ধমকি ধামকি দিতে চাইনি। আর কাউকে জাতীয়তাবাদী বলাটা যে 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ গালিগালাজ' সেটাও আমার মাথায় আসেনি। আমার লেখা আপনাদের গালিগালাজ মনে হয়েছে বলেই আমিও বড্ড আঘাত পেয়েছে। যা একটা রিকশাওয়ালাকেও দিই না, আপনাদের মত মান্য বুদ্ধিজীবিদের নিজের অজান্তে দিয়ে ফেলে আমি সত্যই লজ্জিত। না, এটাকে আমার ব্যঙ্গ করা মনে করবেন না, আমি সর্বান্তকরণে আপনাদের ক্ষমাপ্রার্থী।
ঔদ্ধত্য নিয়ে আমার বক্তব্য একটা প্রবন্ধ লিখেই একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করে ফেললাম! কই আপনাদের ইনকিলাব তো রোজ সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লিখে আমাদের পিন্ডদান করছে। তাতে তো আমরা মনে করি না, তারা আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। ভারতের কোন মিডিয়াই ইনকিলাবের বিরুদ্ধে সরব নয়। আমি তো সেই সমালোচনা গণতন্ত্রের লক্ষণ মনে করি। আপনাদের এতটুকু ধৈর্য কি আমি আশা করতে পারি না।

দেখুন বন্যাদি, রবীন্দ্রনাথও তো পশ্চিমি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে গেছেন। একটু ভেবে দেখলে তাঁকেও কি জাতীয়তাবাদী বললে খুব ভুল বলা হয়। আবার জিন্না তাঁর মত করে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। মুজিবও ছিলেন তাই। (আবার বলছি, মুজিবকে আমি গালিগালাজ করছি না। কলকাতায় তাঁর নামে একটি সুন্দর রাস্তা আছে। তাঁকে আমরা খুবই শ্রদ্ধা করি।)। আমি আপনি সবাই কমবেশি জাতীয়তাবাদী। সুতরাং জাতি ও জাতীয়তাবাদের সুফল ও কুফল দুইই আছে। সেটা নিশ্চয় মানবেন।

৯

বন্যাদির সাথে আলাপ শেষ করার আগে একটা কথা। সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে আমরা কিভাবে প্রত্যাখ্যান করছি সেটাও আপনি আপনার উত্তরে দিতে পারেন। প্রতিটি বিধানসভা নির্বাচনে এই মৌলবাদী দলটি ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে। সেটা দেখলে বোধহয় আপনারাও আপনাদের সাম্প্রদায়িক সরকারকে হঠানোর কিছু টেকনিক শিখতে পারবেন। (এই কথাটা ঔদ্ধত্য ও স্বাধীনতা হরণ ভাববেন না, দয়া করে হিতাকাঙ্খা ভাবুন, অবশ্য আপনারা না চাইলে এই কথাটিও তৃণবৎ প্রত্যাখ্যান করুন।)

এই তো আপনি আমার কথা মেনে নিলেন যে, দুই বাংলার ভাষাতেও কাঁটাতার পড়ে গেছে। তাহলেও কি বুঝতে পারছেন না, আপনাদের লেখা আমাদের বুঝতে অসুবিধা কেন হয়। একটা উদাহরণ দিই, আপনাদের লেখায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ বেশি। নজরুলও তাই করেছেন, তবে নজরুলের বইগুলিতে আমাদের প্রকাশকরা সেই সব শব্দের অর্থ দিয়ে দেন। আপনাদের বইতে সর্বদা তা থাকে না। একটা প্রবন্ধ পড়ছি, দেখলাম প্রবন্ধকার লিখেছেন,
'আমাদের আলামত'। এই রে কথাটার মানে কি? আলামত কি এমন কোনো শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ হয় না। এরকম অজস্র শব্দ আছে। এটা কি ইসলামানুসরণ? কই আমাদের মুসলমান লেখকরা তো এরকম লেখেন না।

হ্যাঁ আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করে সৈয়দ মুজতবা আলিও বাংলা ভাষাকে উন্নত করেছেন - কিন্তু এমন শব্দ প্রয়োগ করেন নি, যাতে তা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য আপনারা কোন বাংলা লিখবেন সেটা আপনাদের বাংলা একাডেমী ঠিক করবে। সেটা আপনারা আপনাদের সুবিধা মতই করবেন। আমরা বুঝতে না পারলেও সেটা ততটা প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। কারণ সুধীন্দ্রনাথের সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষাও তো আপনাদের দুর্বোধ্য লাগতে পারে।

সবশেষে জানাই, বাংলাদেশ না পশ্চিমবঙ্গ, কোথাকার বাঙালি বেশি বাঙালি, সে নিয়ে তর্কে লাভ আছে কি? ঢাকার রাজপথ পাঁচ বঙ্গপ্রেমীর রক্তে রঞ্জিত - শিলচরের রাজপথ এগার বঙ্গপ্রেমীর রক্তে ধন্য। (সংখ্যাগত তুলনা করছি, এমন কথা দয়া করে মনে করবেন না)। বাংলাদেশের বাঙালিকে নিয়ে জাপানিরা চর্চা করছে - পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি নোবেল পাচ্ছে। ভারতে কর্মক্ষেত্রে বাঙালির পদলেহন করা হচ্ছে - বাংলাদেশে বাঙালি স্বাধীন দেশ গড়েছে। কেউই কি বেশি পিছিয়ে আছে? কারো কি দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে? আমি সজ্ঞানে বাংলাদেশিদের গালিগালাজ করিনি, আমার ভাষাও গালির ভাষা নয়। অথচ আপনারা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে হীনমন্য ইত্যাদি বলেছেন। কথাগুলি সত্য হলে গালি হ'ত না। সত্য নয় বলেই গালি হয়েছে। তাই নয় কি?

কোনো অভিযোগ বা ভুল ধারণার জবাব দেওয়া বাকি রয়ে গেল কি? দয়া করে জানান।

অনেক ধন্যবাদান্তে
পুণঃক্ষমাপ্রার্থী

অর্ণব

২ জৈষ্ঠ্য, ১৪১৩
বেহালা কলকাতা